Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 48 - 53
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

আফসার আমেদের নির্বাচিত গল্প : নারী অস্তিত্বের সংকট

আলমগীর সরকার
গবেষক, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : alamgirabhs@gmail.com

Received Date 21. 09. 2024
Selection Date 17. 10. 2024

Keyword
Crisis, Sin, Separation, Emptyness, Religious reform, Patriarchy, natural disaster.

Abstract

Kathakar Afsar Ahmed appeared in our literary world in 8th decade of the 20th century. Besides writing novels he gained fame for writing short stories. Muslim society and culture are mentioned in most of his literature. He throughly analysed the small issues that happened between the people of different levels of society. Basically we get the pictures of women's neglect and deprivation in his short stories, but in many stories women are also seen as protestors. Above all women sometimes miss their husbands, Sometimes rivals wife and sometimes men's lustful gaze in patriarchal society etc. occupies majority of the space in the short stories written by Afsar Ahmed, Basically there is an extensive discussion of stories like Janosrot, jalosrot, Adim, Gunah etc. The main theme of this essay is too highlight the images of existential crisis of women in the said stories.

Discussion

বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় ছোটগল্প বস্তুত এক নতুন শিল্পশাখা। সময়ের ধারাবাহিকতায় মানুষের যেমন রুচির বদল হয় তেমনি ছোটগল্প রচনাতেও এসেছে নতুনত্বের স্বাদ। গল্পের রূপগত দিক থেকে শুধু পরিবর্তন নয়, প্রেক্ষাপটেও নানা পরিবর্তন এসে গেছে। তবে বিশ্বসাহিত্যে ছোটগল্পের উদ্ভব একবিশেষ যন্ত্রণাদায়ক চিত্রপট নিয়েই ঘটেছিল। বিশ্বসাহিত্যে ছোটগল্পের উদ্ভব আমেরিকায় হলেও তা যে বাংলা সাহিত্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না। বাংলা ছোটগল্প মূলত বিস্তৃত মানবজীবনের দর্শনের মধ্য দিয়ে রচিত হয়। যেকোন লেখক জীবনে চলার পথে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচিত্র ঘটনার সম্মুখীন হন, সেগুলিই মূলত তাঁদের গল্পের বিষয় করে তোলেন। আমরা জানি, বাংলা সাহিত্যে ছোটোগল্পের প্রথম আবির্ভাব ঘটে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘মধুমতী’ নামক গল্পের মধ্য দিয়ে। ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার মাধ্যমে তা প্রথম প্রকাশ পায়।

বর্তমান কথাসাহিত্যের মধ্যে যে শাখাটি সবচেয়ে বেশি সজীব ও গতিশীল তা ছোটগল্প এ কথা বলতে অত্যুক্তি হয় না। মানুষের ছোটগল্প শাখাটির প্রতি গভীর আকৃষ্ট হওয়ার কারণ বলা যায়- আঙ্গিকগত পরিবর্তন। আমরা বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রকৃত ছোটগল্পের জন্মদাতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই বলে থাকি। তবে বর্তমানে এই শাখাটি বহু বিখ্যাত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 48 - 53
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গল্পকারের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বিস্তর পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এ প্রসঙ্গে শ্রী ভূদেব চৌধুরীর একটি মূলবান উক্তি উল্লেখ করা যায়,

> "এক অর্থে গল্প মাত্রই অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার শিল্পকর্ম। সকল গল্পই নিঃসন্দেহে বস্তু নির্ভর; কিন্তু কোনো গল্পই একেবারে বস্তুমাত্র- সর্বস্ব নয়।"[১]

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীতে নানা গল্পকাররা তাঁদের গল্পে সময়ের চিত্রকে গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রত্তোর যুগের ছোটগল্প রচয়িতাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নাম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু (পরশুরাম), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে গ্রাম বাংলার মানুষের নানা সমস্যার কথা বিভিন্ন সাহিত্যিকরা তাঁদের গল্পে নিয়ে এসেছেন। চল্লিশ কিংবা ষাটের দশকে এ ধরনের বিষয় গল্পে বিস্তর ছিল। বিশেষ করে সেসময়ে গল্পরচয়িতাদের সংখ্যারও অপ্রতুলতা ছিল না। ষাটের দশকে সুবোধ ঘোষ, সতীনাথ ভাদুড়ী, আশাপূর্ণা দেবী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী প্রমুখ লেখকদের গল্পে এই সকল ঘটে যাওয়া ঘটনার বিবরণ পেয়ে যাই। সত্তর কিংবা আশির দশকে যে সকল গল্পকাররা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, অমর মিত্র, আবুল বাশার, কিন্নর রায়, হর্ষ দত্ত, অনিল ঘড়াই এবং আফসার আমেদ প্রমুখ।

অতি আধুনিক এ ধরনের গল্পকাররা তাঁদের নিজস্বতা নিয়ে লিখেছেন কিংবা বলা ভালো কিছু কিছু গল্পকার এখনও তাঁদের কলম থামান নি। তাঁদের নিজস্ব সত্ত্বার পরিচয় পাওয়া যায় গল্পগুলিতে। এই ধারারই সার্থক উত্তরসূরী বলা যায় কথাকার আফসার আমেদকে। কবি হিসেবে সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হলেও পরর্বতী সময়ে গল্প রচনার মাধ্যমে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। সমগ্র সাহিত্য জীবনে প্রায় তিনশটি ছোটগল্প রচনা করে পাঠক মহলে অতি পরিচিত হয়েছেন। তাঁর বেশিরভাগ গল্পের মূল চাবিকাঠি হল হাওড়ার মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা এছাড়াও নিজস্ব অঞ্চলের মানুষের ঐক্যবোধ, নারীর সতীন যন্ত্রণা, উভয়ের পরকীয়া, বশীকরণ, পুরুষ কর্তৃক নারীকে পীড়ন, ধর্মীয় ভীতি ইত্যাদি। তার রচনাগুলিতে বিষয়গুলি যেন পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ ভাবে সাজানো। বিংশ শতকের আটের দশক থেকে শুরু করে তার পরবর্তী একবিংশ শতকের শুরুতে প্রকাশিত গল্পগুলিতে মুসলিম নারীর হৃদয় বেদনার কথা যেভাবে উঠে এসেছে-তা এই প্রবন্ধের মূল বিষয়। আফসার আমেদ রচিত বহু গল্পে নারীর অন্তর্বেদনার কথা বর্ণিত হয়েছে। আলোচনার সুবিধার জন্য বেশ কয়েকটি গল্প এখানে উল্লেখ করা হল। নারী স্বাধীনতার যে কতটা প্রয়োজন তা লেখক গল্পের ভাব ও ভাবনার মাধ্যমে প্রস্ফুটিত করেছেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতে তাঁর রচিত 'জনস্রোত, জলস্রোত', 'গোনাহ্', 'জিন্নত বেগমের বিরহমিলন', 'আদিম' ইত্যদি গল্পগুলির মধ্যে কিভাবে নারীর অস্তিত্বের সংকট দেখা দিয়েছে তা নিম্নে আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষিত করার চেষ্টা করা হল।

আফসার আমেদ রচিত অনেক ছোটগল্পে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চিত্র অনায়াসেই স্থান পেয়েছে। তবে লেখকের গল্প শুধু বন্যার বিশ্লেষণ করা নয়, এর মধ্য দিয়ে বানভাসি মানুষের আর্ত- চিৎকার, বেঁচে থাকার প্রাণপন চেষ্টা, নারীর কলহ-বিবাদ ইত্যাদি বিষয়গুলিও উঠে এসেছে। বন্যা কবলিত অসহায় মানুষগুলি ধর্মীয় ভেদাভেদকে উপেক্ষা করে জীবন বাঁচানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এরকম প্রেক্ষাপটে রচিত একটি গল্প 'জনস্রোত, জলস্রোত'। এই গল্পের প্রধান চরিত্র নুরু। সে তার স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে বন্যায় বিপদাগ্রস্ত। গ্রামের সমস্ত মানুষ বাঁচার তাগিদে কল্পিত ঈশ্বরকে স্মরণ করতে থাকে। নরুর স্ত্রীর ঘুঁটে বিক্রি করা সম্বল ছিল সাত টাকা, সেটাও বন্যায় হারিয়ে যায়। আসলে বন্যা মানুষের নানান ভাবনাকে যে ছিন্নভিন্ন করে দেয় তারই প্রমাণ গল্পটি। অল্পশিক্ষিত গ্রাম্য সমাজে মানুষের জ্বলন্ত বেদনার ছবি গল্পে ধরা পড়েছে। নারী ধর্মের প্রতিকূলতাকে লেখক মাজুলি ও সবুরণের মায়ের সংকল্পে সুন্দর ভাবে বিকশিত করেছেন। বন্যা একসময় থেমে যায়, সকল নিরন্ন মানুষগুলি যেন হাফ ছেড়ে বাঁচে। লেখক বন্যার মাধ্যমে গল্পে যা দেখাতে চেয়েছেন, তা হল; মানুষের ভাবভঙ্গির দিক। যে সমাজের মানুষগুলি একসময় এ বন্যায় নিজেদের বাঁচার তাগিদে নিজেদের মধ্যে হিংসা, মারামারি, ঝগড়া করতে দেখা গেছে তারাই আবার বন্যা শেষে সবকিছু ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার স্বপ্ন দেখেছে। নারীর মনের সহানুভূতির দিকটিকেও লেখক ব্যক্ত করতে ভোলেননি। তাছাড়া সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহশীল মনোভাব সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 48 - 53
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মানব সমাজে সৃষ্ট প্রায় প্রতিটি মানুষেরই নিজস্ব একটা ধর্ম আছে। সকল ধর্মমতের মতানুযায়ী সৃষ্টিকর্তা বলে কেউ আছেন। আর এই সৃষ্টিকর্তাকে মানুষ সামনে রেখেই ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্যকে বিশ্বাস করেন। কথাকার আফসার আমেদের একটি বিশিষ্ট গল্প হল 'গোনাহ্' গল্পটি। মুসলিম সমাজে এক ষোড়শী নারীর মনের ভাবনাকে লেখক ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। একটি মুসলিম পরিবারের সংগতিহীন ষোল বছরের মেয়ে ফরিদা। তার জীবনের অদূর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে, ধরাবাধা জীবনে বিয়ের কামনা-বাসনার ভাবনায় মশগুল হয়ে পড়ে। ফরিদার এই কামনাতে উঠে এসেছে দ্বন্দ্ব, প্রেম-ভালোবাসার পর্বে নানা বিপত্তির কথা। এখানে একটি মুসলিম নারীর সামাজিক মূল্যবোধ, পাপ-পুণ্যের প্রচলিত এক ধারণার কথা লেখক ব্যক্ত করেছেন। তারসঙ্গে ধর্মভীরু মানুষের মধ্য দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতি লেখক ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। ফরিদার মনোভাবকে উল্লেখ করতে গিয়ে গল্পকার ফরিদার যৌনাতার প্রসঙ্গ এনেছেন কিন্তু তাতে রসবোধ ক্ষুণ্ণ হয়নি।

লেখক গল্পটি শুরু করেছেন ফরিদাকে পেঁপে গাছতলায় দাঁড়ানোর মধ্য দিয়ে। তাদের গ্রামের সম্পন্ন মুসলিম পরিবার জয়নুদ্দিন কাজির বাড়িতে মিলাদ মহাফিল হবে। তার আয়োজন চলছে, সকল মুসলিম জনসমাগমে ভরপুর বাড়ি। এই মহাফিলের মধ্যদিয়ে লেখক ফরিদার ব্যাকুলতা, উৎকণ্ঠা, ভীত পদসঞ্চারণ, আনন্দ উল্লাস এবং চাওয়া–পাওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলি গল্পে তুলে এনেছেন। ফরিদা কাজী বাড়ির সামান্য এক পরিচারিকার কাজ করে। লেখক তার মধ্য দিয়ে নারীর অভ্যন্তরীন স্বত্তাকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। সেই বাড়িরই ছেলে মালেককে ফরিদার একসময় ভালো লেগে যায়। মিলাদ মহাফিলে আগত মৌলবির অতিথি সেবার দায়িত্ব ছিল ফরিদার উপর। ফরিদাকে পুরুষরা শুধু চেয়েছে যৌন চাহিদা মেটানোর তাগিদে। যেমন কাজীর ছেলে মালেক কিংবা বিবাহিত পুরুষ রশিদও বাদ যায় নি। এমনকি মৌলবিও যে কামুক স্বভাবের ছিল সেটা ফরিদার হাত স্পর্শের মাধ্যমে গল্পকার স্পষ্ট করেছেন।

গ্রামের ছেলে রশিদ ফরিদাকে পাওয়ার জন্য তার স্ত্রীকে ছাড়া চিঠি দেবে বলে জানায়। এখানে দেখা যায় নারীর অস্তিত্বের সংকট। আর নারী এখানেই মূল্যহীন হয়ে দাঁড়ায়। নারী যেন পুরুষের খেলার পুতুলে পরিণত হয়ে যায়। ফরিদা নারী হয়ে তার মনে সবসময় একটা অজানা আতঙ্ক যে কাজ করছে তা গল্পে স্পষ্ট –

> "রান্নাঘরে হাঁড়ির উপর একটা কালো বেড়াল লাফিয়ে পড়ায় ফরিদা ভয়ে চিৎকার করল- 'ও মাগো'! ভয়ে সে সিটিয়ে গেছে। ভয়। ভয়। ভয়। ভূতের ভয়। জিনের ভয়। শরীরের ভয়। ঝোড়া ঝোড়া পাপ শরীরে। তা আলগা করতে নেই। পাপ হয়। গোনাহ্ হয়।"[২]

ফরিদার অন্তর থেকে অবৈধ প্রণয়কে পাপ বলে গণ্য করেও মালেকের সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হয়েছে। সেখানেই গল্পের নামকরণ সার্থক হয়েছে।

একজন নারীর মাতৃত্বের স্বাদ কেমন হতে পারে তা গল্পটিতে উল্লেখ আছে। মালেকের মা-কে দেখলেই তা বোঝা যায়। তিনি ফরিদার কু-আচরণের জন্য যেমন দোষারোপ করেছেন তেমনি নিজ ছেলে মালেকের সুস্বভাবকে দর্শক সমাগমে জাহির করতে ছাড়েন নি। লেখক আফসার আমেদ গল্পটির মাধ্যমে পুরুষের নিলর্জ্জতাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। গুণগ্রাহী পাঠকের তা বুঝতে বাকি থাকেনি। লেখক মৌলবিকে উদ্দেশ্য করে সমাজের কিছু মানুষের চিত্রকে বাস্তবের সম্মুখীন করতে চেয়েছেন। যারা এতদিন ধর্মীয় ধ্বজাধারী মুখোশের আড়ালে ছিল। ফরিদা অন্য আরো দু-চারটি নারীর মতোই ঘর বাঁধতে চেয়েছিল। তার মনের কামনা-বাসনা সবই আছে। পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষের দোষকে যে ছোট করে দেখা হয়, আর নারী সে কাজটি করলে রেহাই পায়না- তার বাস্তব উদাহরণ এই গল্পে ফরিদা। ফরিদার মতো নারীরা সমাজের চোখে আজও বঞ্চিত, অবহেলিত। তাই গল্প শেষে লেখক ফরিদাকে পেঁপে গাছের আড়ালে দাঁড় করিয়েছেন। এই গাছকে প্রয়োগ করেছেন দুর্বলের প্রতীক হিসেবে। গাছটি যেন এখানেই ফরিদারই প্রতিমূর্তিস্বরূপ। ফারিদা ছলনাময়ী ছিল না বলেই তাঁর ওপর মৌলবির কামুক স্বভাব মেনে নিতে পারে নি। তার প্রমাণ বালিশে ছুঁচ রাখা, যা মৌলবির বুকে বেঁধে। ফরিদার মনোবৃত্তি মধ্যযুগীয় সমাজতান্ত্রিক প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ। অপরদিকে মালেককে প্রথমে সে প্রেমে সম্মতি না দিলেও পরে সম্মতি দিয়েছে। এটি ফরিদার দয়ালু মনোভাবকেই সূচিত করে।

লেখক মানুষের বেঁচে থাকার রসদ জুগিয়েছেন 'জিন্নত বেগমের বিরহ মিলন' গল্পটিতে। এটি আকারে বড় হলেও রসবোধে কোন খামতি নেই। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনীতির গুরুত্বের কথা লেখক গল্পটির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। তার সঙ্গে স্বামী বিরহ কাতর নারীর এক গভীর আকৃতির ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। এরকম বিরহের কথা আমরা 'বৈষ্ণব পদাবলী' কিংবা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে রাধার মধ্য দিয়ে পেয়ে যাই। এক্ষেত্রে কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যেও বিরহ যন্ত্রণার উল্লেখ আছে। কিন্তু আফসার আমেদ রচিত এই গল্পে জিন্নত বেগমের বিরহ যন্ত্রণা তার নিজ স্বামীর জন্য। এক্ষেত্রে কোন অবৈধতার আশ্রয় লেখক নেন নি। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য মধুর সম্পর্কের কথাকে লেখক তুলে ধরতে চেয়েছেন।

এই গল্পে জিন্নত বেগমের মতো বিরহ আরো অনেক নারীরই রয়েছে। যারা তাদের বিরহ যন্ত্রণার কথা মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারেন না। জিন্নতের স্বামীর মত আরও অনেক পুরুষ আছে যারা পরিবারের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য ভিন্ন রাজ্য কিংবা রাষ্ট্রে পাড়ি জমায়। তাদের পুরুষরা স্বভাবে যে মানুষ ভালো সেটাও না, কারণ বহু পুরুষ আছে যারা সঙ্গ ছেড়ে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হয়েছে। অপেক্ষারত নারীদের বিষম যন্ত্রণা। এরকম শহরে নারীদের প্রতি গ্রামের পুরুষদের আকর্ষণকে লেখক বিরহিতা স্ত্রীদের সতীন বলে অনুমান করেছেন।

'জিন্নত বেগমের বিরহ মিলন' গল্পে পুরুষ শাসিত পিতৃতান্ত্রিক মুসলমান সমাজের কথা উঠে এসেছে। অপরদিকে আছে অসৎ উপায়ে, দাপট দেখিয়ে কিংবা ধর্মের দোহাই দিয়ে অর্থ উপার্জনের কৌশলের কথা। গল্পে উল্লেখিত জিয়াদ শুটকি নামক চরিত্রটি এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। ধর্মীয় বিধান দেখিয়ে সে চারটে বিয়ে করে বসে। এই বিয়ে শুধু তার বিলাসিতারই সামিল। তার স্ত্রীরা স্ত্রীর মতো মর্যাদা পায় না। গল্প শেষে দেখা যায় জিয়াদ শুটকি চার স্ত্রী থাকা সত্বেও অসহায় নারী জিন্নতের ওপর কু-দৃষ্টি দিতেও ছাড়েনি। গল্পে জিন্নতের ওপর জিয়াদের উগ্র আক্রমণের কথা আমাদের অজানা নয়।

গল্পে দেখা যায়, জিন্নতের বিয়ে হওয়া সদ্য ছয় মাস হয়েছে। বিবাহিত জীবনে সে মাত্র দুই মাস স্বামী সঙ্গ পেয়েছে। গত চার মাস হল তার স্বামী করিম বক্স শহরে আছে কাজের সূত্রে। এরকম অনেক নারীর উদাহরণ আছে যাদের স্বামীর কাজের সূত্রে শহরে চলে যায়, সপ্তাহ শেষে শনিবার আবার বাড়ি ফেরে। কিন্তু করিম বক্স বাড়ি ফেরে না বলেই জিন্নতের মানসিক যন্ত্রণার প্রকোপ বেশি। করিম বক্স ফিরে না আসতে জিন্নতের যে কি অবস্থা হয়েছে তা লেখক গল্পে দেখিয়েছেন। তার আকুলতা ও বিরহ যন্ত্রণা কে লেখক বাস্তব রূপ দিয়েছেন। জিন্নত তার স্বামী আসার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে বড় কানতলা পীরের কাছে গিয়ে মানত করেছে। গ্রামের সকল মানুষ জানে সে স্থানে ভূতের ভয় প্রবল। জিন্নত অপেক্ষা করেনি রাতের নির্জনতা, তাকে হার মানাতে পারেনি। তার বিরহ বেদনা নিজস্ব স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষরা জিন্নতকে বারবার প্রলুব্ধ করতে চেয়েছে, তবে সে তা পাত্তা দেয়নি। এখানে চরিত্রটির চিরন্তনতা। আসাদ বক্স কিংবা জিয়াদ শুটকির মতো প্রভাবশালী মানুষকেও সে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে। নিজ স্বামীর ভালোবাসাকে সে মনেপ্রাণে আগলে রেখেছে।

জিন্নতের বিরহ বেদনার পাশাপাশি লেখক জিয়াদ শুটকির চার স্ত্রীর বিরহ কাতরতা কিংবা মানসিক যন্ত্রণাকে উল্লেখ করেছেন। তার চার স্ত্রীর মধ্যে বড় স্ত্রী আফসান ছিল খোঁড়া, তাকেই বেশি পীড়িত হতে হয়েছে। স্ত্রীদের সন্তান জন্ম দেওয়া গল্পে যেন একটি মেশিন স্বরূপ কল্পনা করা হয়েছে। অপরদিকে জিন্নত স্বামীর অনুপস্থিতির একাকীত্ব ভুলতে নানা রকম কর্মে লিপ্ত হয়। যেমন- মাছ ধরা, লোকের বাড়িতে ধান সিদ্ধ করা ইত্যাদি। নিম্ন বিত্ত মানুষের স্বপ্ন যে পূর্ণতা পায় না, তা জিন্নতকে দেখলেই বোঝা যায়। ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতায় নারীর অসহায়তার চিত্রগুলি গল্পকার তুলে ধরতে চেয়েছেন। গল্পটি শুধু জিন্নতের মতো আর কয়েকটি নারী চরিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে ভুল হবে। নারীর সতীন যন্ত্রণা যে কতটা ভয়াবহ হয়ে ওঠে তা গল্পকার জিয়াদ শুটকির বড় স্ত্রী আফসনের একটি উক্তিতে স্পষ্ট করেছেন –

> "অতি দুশমনের মন সতীন হয় না গো, মোর জ্বালা কোন মেয়ে না পায়লো, বুকের ভেতর যে আগুন জ্বলছে তা পানি ঢাললেও নিভবে নি।"[৩]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 48 - 53
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সমাজে এরকম অনেক নারী আছে যাদের প্রতীক্ষার কাহিনি একই। স্বামীর আশায় রওশন, মর্জিনা প্রমুখ নারীরা জিন্নতের মত আশঙ্কায় বুক বেঁধেছে। তবুও তারা তাদের নিজ স্বামীর মঙ্গল কামনায় সবসময় রত থেকেছে। গল্প শেষে দেখা যায় অপেক্ষারত এ সকল নারীর বিরহ যন্ত্রণার একসময় অবসান ঘটে। তবুও সেটা ক্ষণিকের জন্য। কারণ আবার তাদের স্বামীকে খুদার তাড়নায় শহরে যেতে হয়। ক্ষণিকের জন্য হলেও নিজ স্বামীকে দেখে তারা আবেগ আপ্লুত হয়েছে।

স্বামী চিন্তায় জিন্নতকে নিঃসঙ্গ জীবন অতিবাহিত করতে হয়। বিরহ বেদনার ভিড়ে সে অবসন্ন। জীবনের সমস্ত ভান্ডার তার শূন্যতায় ভরা। তবুও স্বামী আগমনের বৃথা আশা মরিতে মরিতেও মরে না। প্রত্যেক শনিবার শেষ স্বামীর অপেক্ষায় রাতের অন্ধকারে নদীর ধারে বসে থাকে। এমন সময় জিয়াদ শুটকির কুদৃষ্টিতে তাকে পড়তে হয়। তবুও সে সেখান থেকে উদ্ধার হতে চেয়ে চিৎকার করে বলে –

> “হেই মোরে কে ধরেছিস? শরীরে জান নাই নাকি গো। রা কাড়তে পারচি নি। হেই মোরে কে টাইনা টাইনা হিঁচরাইতে হিঁচরাইতে নিয়ে যাইতেছিস? মোর শরীরে জেবন নাই গো।”[৪]

ভাগ্যের কী পরিহাস। সৃষ্টিকর্তার অসীম কৃপায় জিন্নতের স্বামী রাত্রেই ঘরে আসে। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে তার স্বামী পাশে শুয়ে আছে। জিন্নতের দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটে। স্বামীর জন্য ত্যাগ স্বীকার করা নারীর উপযুক্ত সফলতা পায় সে। জিন্নতের দাম্পত্য মিলনে গল্পের সার্থকতা। তার এই মিলন যেন সমাজে হাজার হাজার নারীর স্বামী সত্তা লাভকেই সূচিত করে।

আফসার আমেদ রচিত প্রতিটি গল্পেই নিত্যনতুন ঘটনার সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্ররা নারী। লেখকের রচিত ‘আদিম’ গল্পটি একটি ঘরোয়া কাহিনির প্রাধান্য পেয়েছে। গল্পে আছে সৎ মায়ের প্রসঙ্গ, বাল্যবিবাহ প্রসঙ্গ, বাবা ও সন্তানের সম্পর্কের মধ্যে টানাপোড়ন ইত্যাদি বিষয়। গল্পের বিষয়টির মধ্য দিয়ে লেখক একদিকে যৌনতা, অপরদিকে সম্পর্ক উভয়েরই প্রাধান্য সূচিত করতে চেয়েছেন। বন্যার প্রভাবে একটি পরিবার কিভাবে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় তারই ছবি আছে গল্পে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ না এলে হয়তো সম্পর্কে এরকম পরিণতি সম্ভব হতো না। বন্যার পরবর্তী সময়ে একটি পরিবারের মধ্যে ঘটে যাওয়া দুটি চিত্র আমরা পাই। একটি পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি, অপরটি বাবা ইজ্জত আলির বিয়ে। গল্পের জীবন্ত চরিত্র মোট চারটি। যথা– ইজ্জত আলি, হাফেজা, কায়েম আলি ও সাবেরা। সমাজে নর-নারী মিলনের সার্থকতা পাওয়ার জন্য তাদের রুচি, মন, বয়স ইত্যাদি বিষয়গুলিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা গল্পে শাশুড়ি ও বৌমার কথোপকথনে স্পষ্ট।

বন্যার পরে ইজ্জত আলির প্রথম স্ত্রী সাপের দংশনে মারা যান। প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার মাত্র তিন মাস যেতে না যেতে সে পাশের গ্রামের খবির মল্লিকের মেয়ে সাবেরাকে বিয়ে করে বসে। ইজ্জত আলি যে গ্রামে বিয়ে করে, সেই গ্রামে তার ছেলে কায়েম আলিও বিয়ে করে। তাছাড়া ইজ্জত ও সাবেরার বয়সের তফাৎ অনেকটাই। ইজ্জত আলি সকলের অজান্তে হঠাৎ বিয়ে করে ফেলেছিল। ইজ্জত আলিকে সাবেরার পছন্দের কথা তার পিতা বুঝতে চায়নি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চিত্র এখানে স্পষ্ট। মন বুঝে সাবেরার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও ইজ্জত আলির ঘর করতে হয়েছে। এখানেই সাবেরার অস্তিত্বের সংকট দেখতে পাওয়া যায়। সমাজ ধর্মের দিক থেকে দেখলে সাবেরার পিতার এ অন্যায় নয়। সাবেরার মনকে সমাজ বুঝতে চায়নি।

ইজ্জত আলির ছেলে কায়েমও চেয়েছিল তার সৎ মা আগের মায়ের মতোই ভালোবাসুক। বাবার দ্বিতীয় বিয়েতে ছেলে কায়েমের কোন আপত্তি ছিল না। গল্পে উঠে এসেছে পল্লীসমাজের প্রান্তিক নারীদের ধর্মবোধ ও ধর্মীয় কুসংস্কারের নানান চিত্র। বাংলা ছোটগল্পের জগতে এ যেন এক অদ্ভুত বিরল ঘটনার সমাবেশ। কম বয়সী দুটি শাশুড়ি-বৌমার চলাফেরার দৃষ্টান্ত গল্পটিতে রসবোধ জাগ্রত করেছে। হাফেজা–সাবেরা সম্পর্কে যাই হোক না কেন স্বভাব ধর্মের দিক থেকে দুই সখি যেন। কায়েম প্রথম প্রথম নতুন মাকে দেখে অস্বস্তি বোধ করত, পরে তা সয়ে গেছে। একটি পরিবারে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে বর্ণনা করতে লেখক চরিত্রের সংলাপকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার পরিস্ফুটন

করেছেন। সমাজের একটি পরিবারের ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্য দিয়ে গল্পকার সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার নারী সমাজের চিত্রকে তুলে ধরেছেন।

কথাকার আফসার আমেদের বেশ কিছু গল্পে নারীর বৈচিত্র্যময় অস্তিত্বের সংকটের কথা উঠে এসেছে। এই আলোচনার বাইরেও অনেক গল্প আছে যেগুলি নারীর অন্তঃপুরের কথাকে পাঠকের সামনে তুলে এনেছেন। সমাজের অভ্যন্তরে ঘটে যাওয়া নর-নারীর দাম্পত্য জীবনের কলহ গল্পে অনায়াসেই ব্যক্ত হয়েছে। এই বিবাদ কখন ধর্মীয় সংস্কার নিয়ে, কখন আর্থসামাজিক টানাপোড়েন, কখন নারীর ব্যক্তিগত জীবনের অসহায়তা কিংবা বিরহ বেদনা নিয়ে গড়ে ওঠে। লেখক মূলত নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা নারীদের সংকটকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। লেখকের বেশিরভাগ গল্পে নারী সংকটের কথা ব্যক্ত হলেও বেশ কিছু গল্পে তাদের প্রতিবাদী হয়ে উঠতেও দেখা যায়। যথা– ‘দুই বোন’ গল্পের তহমিনা, ‘আদিম’ গল্পে হাফেজা বা সাবেরা, কিংবা ‘দুই নারী’ গল্পে নাসিরা প্রমুখরা নিজস্ব ভাবনা নিয়ে বাঁচতে চেয়েছেন। এছাড়া লেখক কিছু গল্পে মানুষের মনুষ্যত্ববোধকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন, যেমন– ‘আত্মপক্ষ’, ‘একটি গিটার’, ‘রক্তলজ্জা’ এবং ‘খুনের অন্দরমহল’। আফসার আমেদের গল্পে চিরায়ত বিভেদগুলি হল– লিঙ্গগত বিভেদ, যৌন চাহিদা, খুন, জখম, বহুবিবাহ, তালাক, নিকা ইত্যাদি। তবে ‘আদিম’ কিংবা ‘জনস্রোত, জলস্রোত’ গল্পে প্রকৃতির রুদ্র মূর্তি গল্পে কিছুটা গতিবিস্তার করেছে। কারণ বন্যা না এলে হয়তো সমাজ পরিবারে এত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিও হতো না। সর্বোপরি আফসার আমেদ তাঁর গল্পগুলিতে নারীর যে সকল বৈচিত্র্যময় দিকের কথা তুলে ধরেছেন তা অবশ্যই সময়োপযোগী। নারীর এই আত্মিক সংকটাপন্ন অবস্থার কথা তিনি যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তা বাংলা ছোটগল্পের জগতে এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ বললে ভুল হয় না।

Reference:

১. চৌধুরী, শ্রীভূদেব, ‘বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার’, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পঞ্চম প্রকাশ (নতুন সংস্করণ), পুনর্মুদ্রণ, ২০২১-২০২২, পৃ. ১০

২. আমেদ, আফসার, ‘সেরা ৫০টি গল্প’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৭, বৈশাখ ১৪২৪, পৃ. ২২

৩. আমেদ, আফসার, ‘শ্রেষ্ঠগল্প’ দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০২২, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯, পৃ. ৩৫

৪. তদেব, পৃ. ৩৬